আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

২৯ মে ২০২৫

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশ্বব্যাপী শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের সকল শান্তিরক্ষী, বিশেষ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তা সমুন্নত রাখার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এযাবৎ আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শান্তিরক্ষী সদস্যদের আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধপীড়িত ও সংঘাতময় দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিরাপত্তা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জরুরি খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ মানবিক সহায়তা প্রদান, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমাদের শান্তিরক্ষীরা যে অনবদ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন, তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে করেছে আরো সুদৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিয়োজিত শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অন্যতম প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, এ প্রত্যাশা করি। সম্প্রতি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ববোধ, ধৈর্য্য ও দেশপ্রেম সাধারণ মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে। কেবল দেশেই নয়, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত ও সাবেক সকল শান্তিরক্ষীদের মঙ্গল, সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষভাবে স্মরণ করি কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মোৎসর্গকারী সকল শান্তিরক্ষীকে, যাদের আত্মত্যাগ বিশ্বশান্তি রক্ষার অগ্রযাত্রাকে মহিমান্বিত করেছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধপীড়িত ও সংঘাতময় অঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। ১৯৮৮ সালে সর্বপ্রথম শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের শান্তিরক্ষীরা সংঘাতময় বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা যুদ্ধপীড়িত সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদাকে করেছে আরো সমুন্নত।

গত জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অভিজ্ঞ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের সদস্যগণ সংঘাত প্রতিরোধ, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ শান্তির সংস্কৃতি, সহনশীলতা এবং মানবিকতার চর্চায় বিশ্বাসী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অব্যাহত অংশগ্রহণ বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতীক। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও আমাদের শান্তিরক্ষীরা তাদের পেশাগত দক্ষতা, সাহসিকতা, অনন্য সাধারণ মানবীয় গুণাবলি, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে সুপরিচিত করবেন।

আমি 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

বাণী

জাতিসংঘ

মহাসচিব
জাতিসংঘ

With unwavering courage, United Nations peacekeepers step into danger – to help protect those who need protection, preserve peace, and restore hope in some of the world's most challenging contexts.

Today, we honour their service.

We draw inspiration from their resilience, dedication and courage.

And we remember all the brave women and men who made the ultimate sacrifice for peace.

More than 4,400 peacekeepers have died in service – 57 last year alone.

We will never forget them – and we will carry their work forward.

The focus of this year's International Day of Peacekeepers is on "the future of peacekeeping".

Today, peacekeepers face increasingly complex situations in an increasingly complex world:

Growing polarization and division around the globe …

Operations made even more dangerous from a multiplicity of threats such as terrorism…

Targeting of peacekeepers through deadly misinformation…

And challenges that transcend borders – from the climate crisis to transnational crime.

As we look ahead, it is essential that peacekeepers have what they need to do their jobs.

This is the shared responsibility of the United Nations and Member States.

The Pact for the Future – adopted last year at the United Nations – includes a commitment to adapt peacekeeping to our changing world.

This challenge is also an opportunity:

To analyse what makes peacekeeping operations successful…

To better understand what hinders them…

And to help design new future-focused models that are anchored in political solutions, adequately resourced, and have mandates that are achievable, with clear exit strategies.

The first step – reviewing our peace operations – is underway.

And together, we will keep pushing this vital effort forward.

Now more than ever, the world needs the United Nations – and the United Nations needs peacekeeping that is fully equipped for today's realities and tomorrow's challenges.

Antonio Guterres

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيْمُ

বাণী

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য সাধারণ বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব যা দায়বদ্ধতা, অধিকার রক্ষা এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ধারণ করে। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের অস্থিতিশীল ও সংকটপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত সকল সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ শান্তিরক্ষীদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শান্তিরক্ষীরা বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা, তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান করছেন। এ মহৎ কর্তব্য পালনরত অবস্থায় যে সকল শান্তিরক্ষী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বর্তমানে বাংলাদেশের কয়েক হাজার শান্তিরক্ষী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ১০টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা সাহস, পেশাদারিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের অনন্য নজির স্থাপন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের সদস্যদের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। নারী শান্তিরক্ষীরা দক্ষতা ও পেশাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছেন এবং নারী-পুরুষ সমতার ভিত্তিতে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আমরা বিশ্বাস করি- শান্তি, সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও উন্নত বিশ্ব নিশ্চিত করতে পারে।

আমি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মোঃ তৌহিদ হোসেন

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষীদের মহান আত্মত্যাগ ও অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২৯ মে বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস' উদযাপন হয়ে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে এ দিবসটি আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' এর এই মহান দিনে আমি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত এবং এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্নকারী সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাঙালি জাতি সর্বদাই শান্তিপ্রিয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অদ্যাবধি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং আজ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অগ্রদূত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে শান্তিরক্ষা মিশনে যাত্রা শুরুর পর হতে সুদীর্ঘ তিন যুগের বেশী সময় ধরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১,৬২,০৩৫ জন এর বেশী শান্তিরক্ষী মোট ৪০টি স্থানে ৫৬টি শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের সর্বমোট ৬০৯২ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ০৯টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত আছেন যার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রায় ৫,০০০ সদস্য বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন রয়েছে। আভিযানিক দায়িত্ব পালনে উন্নত পেশাগত গুনাবলী প্রদর্শনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ দায়িত্ব পালনে সর্বদাই নিরপেক্ষ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একারণেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা সকলের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত ও স্বীকৃত-যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আজকের এই গৌরবময় অর্জন সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৩১ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন মিশনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪১ জন সেনাসদস্য বিভিন্ন অভিযানে আহত হয়েছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেই সকল বীর শান্তিরক্ষীদের-যাঁরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি সকল জীবন উৎসর্গকারী সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ বিশ্ব দরবারে সুনামের সুউচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথমবারের মত ডিআর কঙ্গোতে তিনটি হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য একটি নতুন মাইলফলক। গত ০৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ চলমান শান্তিরক্ষা মিশনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নির্মিত 'তোয়াদেরা কমিউনিটি ক্লিনিক' এর উদ্বোধন করা হয়-যা বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করেছে। এছাড়াও, সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যবহারের জন্য পেরুর সশস্ত্র বাহিনীকে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী যান (Remotely Operated Vehicle) প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নারী সদস্যরাও এখন পূর্বের তুলনায় অধিকহারে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সার্বিকভাবে সুপ্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সেনাসদস্য, উন্নত সরঞ্জাম, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং উন্নত মূল্যবোধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মিশন এলাকায় জনসাধারণ ও জাতিসংঘের আস্থা অর্জনে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের সকল শান্তিরক্ষীদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, দোয়া ও শুভ কামনা। আমি আশা করব, সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা বিশ্ব শান্তি রক্ষায় মানবতার পক্ষে পেশাগত দক্ষতার সাথে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। একই সাথে আমি জাতিসংঘের সকল সদস্যের সম্মিলিত অংশগ্রহণে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হোক এই কামনা করি। আগামী প্রজন্মের কাছে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব উপহার দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

ওয়াকার-উজ-জামান
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

নৌবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্পে নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীদের অবদান এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এ বিশেষ দিনটিতে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সকল ব্লু হেলমেট পরিহিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদদের যারা বিশ্বশান্তি, ঐক্য, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গর্বের সাথে স্মরণ করছি সাবেক এবং বর্তমান বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কথা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ আজ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। সকল শান্তিরক্ষীদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম শান্তিরক্ষী মোতায়েনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তার যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দু'টি যুদ্ধজাহাজ ওসমান ও মধুমতি ২০১০ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবানন (UNIFIL- United Nations Interim Force in Lebanon) এ যোগদান করে। বর্তমানে উক্ত মিশনে নৌবাহিনীর একটি আধুনিক প্রযুক্তির Corvette শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম' মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কার্যক্রম পালনে ভূমধ্যসাগরে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌ কন্টিনজেন্ট গত ২০১৫ সাল থেকে দক্ষিণ সুদানে 'বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট (BANFMU) হিসেবে মোতায়েন রয়েছে। কন্টিনজেন্টটি জাতিসংঘের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী বার্জসমূহের নদীপথে (White Nile) নিরাপদে চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান করে।

উল্লিখিত কন্টিনজেন্টসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদবির পুরুষ ও নারী কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে স্টাফ অফিসার, মিলিটারি অবজারভার ও কন্টিনজেন্ট সদস্য হিসেবে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য এবং একনিষ্ঠতার সাথে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নৌসদস্যগণ তাদের অসামান্য দক্ষতা, অদম্য সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং সার্বিক দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী সময়ে দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

আজকের এ শুভক্ষণে, আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ-এর সকল সদস্যদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সংঘাত ও অনিশ্চয়তামুক্ত পৃথিবী নিশ্চিতকল্পে আমাদের এ দুর্বার পথচলা অব্যাহত থাকবে, এ হোক 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' এ আমাদের অংগীকার। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকল কর্মপ্রয়াস সফল করুন, আমিন।

এম নাজমুল হাসান
এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

বিমান বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকল শান্তিরক্ষীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এছাড়াও, আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে শাহাদৎবরণকারী বীর সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে, আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারী সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।

জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিরক্ষীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং মহান আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই কার্যক্রমের অন্যতম সফল অংশীদার। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কুয়েত, পূর্ব তিমুর, চাদ, সুদান, দক্ষিণ সুদান, হাইতি, আইভরি কোস্টসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩টি স্বতন্ত্র কন্টিনজেন্ট জাতিসংঘের দুইটি অঞ্চলে নিয়োজিত আছে। তন্মধ্যে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে ০৬ টি এমআই সিরিজ হেলিকপ্টারসহ ইউটিলিটি অ্যাভিয়েশন ইউনিট ও ০১ টি সি-১৩০ পরিবহন বিমানসহ এভিয়েশন ট্রান্সপোর্ট ইউনিট এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ০৩ টি এমআই সিরিজ হেলিকপ্টারসহ বাংলাদেশ আর্মড মিলিটারি ইউটিলিটি হেলিকপ্টার ইউনিট মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নয় হাজারেরও অধিক সদস্য ২৮টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। সংঘাত-পীড়িত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক সহায়তা ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র মিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে করেছে আরও উজ্জ্বল ও মর্যাদাসম্পন্ন। আমি আশাবাদী, ভবিষ্যতেও তারা এই মহতী দায়িত্ব পালনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

জাতিসংঘ পরিচালিত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আরও বেগবান হোক, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং বিশ্ব হয়ে উঠুক যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত; আজকের দিনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা। পরিশেষে, আমি 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

হাসান মাহমুদ খাঁন
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বাণী

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশে ২৯ মে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৫' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ দিবসের উদযাপন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রতিফলন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও অবদানের পরিচায়ক।

দিবসটি উপলক্ষে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই বীর নারী ও পুরুষ শান্তিরক্ষীদের, যারা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের পতাকাতলে দুর্বলদের রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ পুনর্গঠনের মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই বছরের প্রতিপাদ্য 'The Future of Peacekeeping' শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এটি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রতীক, যা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতির দৃঢ় অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রথম অংশগ্রহণের পর থেকে, বাংলাদেশ স্বগৌরবে আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক সেবার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে চলেছে। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও মানবিক কার্যক্রমে ধারাবাহিক অবদানের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুদীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয় ও গৌরবময় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের মূলনীতি ও চেতনার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও নিশ্চিত করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে ১০টি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৫,৬১৯ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশের ১৯৯ জন সদস্য নিয়োজিত আছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৪৩টি দেশের ৬৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে ২,০০,৫৫৮ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে জাতিসংঘের ইতিহাসে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় একটি রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীদের অবদানও অত্যন্ত গৌরবজনক। এ পর্যন্ত ৩,৬৪৫ জন নারী শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, যা বাংলাদেশকে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রদর্শক এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় জেন্ডার সমতার অগ্রণী প্রবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ১৬৮ জন শান্তিরক্ষী তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি আত্মোৎসর্গকারী বীর শান্তিরক্ষীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। এছাড়াও, জাতিসংঘের পতাকাতলে শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে আহত ২৭২ জন সদস্যদের পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের নিঃস্বার্থ এই আত্মত্যাগ জাতিসংঘের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে এবং তাদের সাহসিকতা এবং ত্যাগ ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি একান্তভাবে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৫' এর সফল উদযাপন কামনা করছি। পাশাপাশি সকল শান্তিরক্ষীদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা।

এস এম কামরুল হাসান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيْمُ

বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

আজ ২৯ মে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে একটি টেকসই, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী বিনির্মাণের বার্তা নিয়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৫। বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতপূর্ণ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্ব শান্তিরক্ষার মহান দায়িত্ব পালনকালে জীবন উৎসর্গকারী ও আহত সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

আকাশ-নীল পতাকা তলে সৌহার্দ্য, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্ব শান্তি রক্ষার একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে সমবেত হতে পারা অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। জাতিসংঘের পতাকার পাশে আমাদের শান্তিরক্ষীরা বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা উড্ডীন করেছে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে। বাংলাদেশ পুলিশের নির্ভীক সদস্যরা বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিষ্ঠা, দক্ষতা, পেশাদারত্ব ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনে আগামীর পৃথিবী হোক যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত। এ বিশ্ব হোক সকলের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল। এ হোক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার নবপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ পুলিশের আজকের প্রার্থনা।

আমি আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাহারুল আলম
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস
২৯ মে ২০২৫

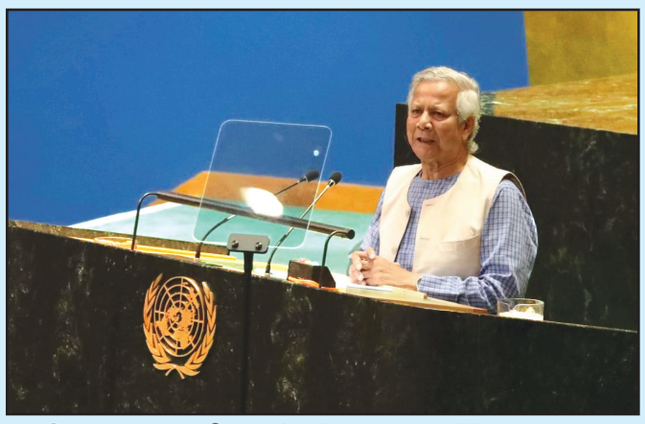

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস-এর ভাষণ প্রদান

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এর সাক্ষাৎ

মিশন অনুযায়ী বর্তমানে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী

দেশ/স্থান	মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট	অংশগ্রহণকারী
আবেই	UNISFA	৫৩৪
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	MINUSCA	১,৪৭৫
সাইপ্রাস	UNFICYP	০১
ডিআর কঙ্গো	MONUSCO	১,৯৮১
লেবানন	UNIFIL	১২০
লিবিয়া	UNSMIL	০১
দক্ষিণ সুদান	UNMISS	১,৬৬৩
ইউএসএ	UNDPO	১০
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	৩২
ইয়েমেন	UNMHA	০১
	মোট	৫,৮১৮

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কন্টিনজেন্ট কর্তৃক সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এর MINUSCA মিশনে Mechanized Patrol পরিচালনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মেরিন ইউনিট কর্তৃক দক্ষিণ সুদানের হোয়াইট নাইল নদীতে Boat patrol পরিচালনা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কন্টিনজেন্ট কর্তৃক ফাতাকি, কঙ্গোতে MEDEVEC পরিচালনা

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক গুন্দাম, মালিতে নিরাপত্তা টহল পরিচালনা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালা সমুন্নত রেখে, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানকে এগিয়ে নিতে এবং বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ শান্তি প্রিয় দেশ। "সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়" এ মূলমন্ত্র সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ব্লু হেলমেট এর আওতায় বাংলাদেশ অনস্বীকার্য অবদান রেখে চলেছে। এ নীতির প্রতি অটলভাবে নিবেদিত থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ বিগত ৩৭ বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাদের এ গৌরবময় অংশগ্রহণকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ২৯ মে পালিত হয়ে আসছে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস'। এবছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য **"The Future of Peacekeeping."**

ইরান-ইরাকে সামরিক পর্যবেক্ষক দল (UNIIMOG) এ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে তার যাত্রা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মোজাম্বিকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগ দেয় এবং একইবছর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়ায় শান্তিরক্ষায় তাদের সম্পৃক্ততা শুরু করে। উল্লিখিত কার্যক্রম বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সম্প্রসারিত ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। হাইতি থেকে পূর্ব তিমুর, লেবানন থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পদচিহ্ন রয়েছে। বসনিয়ার তীব্র শীত, সাহারা মরুভূমির দুঃসহনীয় গরম ও পূর্ব এশিয়ার ক্লান্তিকর আর্দ্রতার সাথে মানিয়ে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আঞ্চলিক বৈষম্যকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী সদস্যরা নিজেদের উৎসর্গ করেছে বিশ্ব মানবতার সেবায়। পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, সততা ও মানবিকতার কারণে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী সদস্যরা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে আজ অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ সমর্থনে বর্তমানে বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য প্রেরণে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি। এপর্যন্ত ২,০০,৫৫৮ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ৪৩টি দেশ/অঞ্চলে ৬৩টি জাতিসংঘ মিশন/অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে ১০টি মিশন/অভিযানে ৫,৮১৮ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতিমধ্যে ৩,৬৪৫ জন নারী শান্তিরক্ষী সদস্য সাফল্যের সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে মোট ৪৪৪ জন নারী সদস্য শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া মিশন এলাকায় সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৬৮ জন বাংলাদেশি বীর সন্তান নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ২৭২ জন শান্তিরক্ষী সদস্য আহত হয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৫' উদ্‌যাপনের এ শুভক্ষণে, শান্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী অকুতোভয় এসকল বীর সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের এ আত্মত্যাগ বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে যেমন রক্ষা করেছে তেমনি সারাবিশ্বের মানুষের নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে করেছে উজ্জ্বল। সর্বোপরি, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে যেকোনো দায়িত্ব পালনে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।

বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এক নজরে বাংলাদেশ

দেশ/স্থান	মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট	অংশগ্রহণকারী
আবেই	UNISFA	১,০৬৭
আফগানিস্তান আফগানিস্তান-পাকিস্তান	UNAMA/ UNSMA-UNGOMAP	১১
এ্যাঙ্গোলা	UNAVEM & UNAVEM III	৬৩৫
বসনিয়া	UNMIBH	১৭৭
বুরুন্ডি	BINUB	০৬
কম্বোডিয়া	UNAMIC/UNTAC/UNMLT	১,৩০১
সিএআর এবং চাদ	MINURCAT	৬০
সিএআর	MINUSCA	১১,৪৭০
ক্রোয়েশিয়া/ইস্ট স্লোভেনিয়া	UNTAES	৭৬
সাইপ্রাস	UNFICYP	০৭
দারফুর	UNAMID	৩,৬১৪
ডিআর কঙ্গো	MONUC/MONUSCO	৪০,৯৮৭
ইস্ট তিমুর	UNAMET/UNTAET/UNMISET	২,৭১৮
ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া	UNMEE	১,১০৮
জর্জিয়া	UNOMIG	১৩১
হাইতি	UNMIH/MINF/MINUSTAH	৫,৩৮২
ইরান	UNIIMOG	৩১
ইরাক	UNGCI/UNMOVIC	১২৪
আইভরি কোস্ট	MINUCI/ONUCI/UNOCI	৩২,৮৫০
কসোভো	UNMIK	৫৩৯
কুয়েত	UNIKOM	৮,২৩৯
লেবানন	UNIFIL	৩,০৭৯
লাইবেরিয়া	UNOMIL/UNMIL	২৩,৭৯৪
মেসিডোনিয়া	UNPREDEP	০৭
মালি	MINUSMA	১৪,৮০২
মোজাম্বিক	ONUMOZ	২,৬২২
নামিবিয়া	UNTAG	৮৫
নাইরোবি	UNSOA	০১
অফিস অব দি আফ্রিকান ইউনিয়ন	UNOAU	০১
রুয়ান্ডা	UNAMIR	১,০২২
সিয়েরা লিওন	UNAMSIL/UNIOSIL	১১,৯৮১
সোমালিয়া	UNOSOM-I-II/AMISOM	১,৯৭৩
সোমালিয়া	UNSOM	০৭
সাউথ সুদান	UNMISS	১৩,৮০৮
সুদান	UNMIS	১৪,৬৬০
সুদান	UNITAMS	০৩
সিরিয়া	UNSMIS	১৮
তাজিকিস্তান	UNMOT	৪০
ইউএনএইচকিউ	UNDPO	৫৮
উগান্ডা/রুয়ান্ডা	UNOMUR	২০
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	৪৫২
পশ্চিম আফ্রিকা	UNOWA	০২
ইয়েমেন	UNMHA	০৬
যুগোস্লাভিয়া (ফরমার)	UNPROFOR/UNMOP	১,৫৮৪
মোট দেশ/স্থান : ৪৩	**মোট মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট : ৬৩**	**মোট : ২,০০,৫৫৮**

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ শান্তিরক্ষী

সেনাবাহিনী

১। লেঃ কর্ণেল ফাইজুল করিম
২। প্রাইভেট মোঃ ইউসুফ আলী
৩। ল্যান্স কর্পোরাল সানোয়ার হোসেন
৪। প্রাইভেট মোঃ আকবর হোসেন
৫। মেস ওয়েটার মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার
৬। ওয়ারেন্ট অফিসার এম এ হারুন-উর রশিদ
৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুল হাই মন্ডল
৮। প্রাইভেট মোঃ ইসমাইল হোসেন
৯। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুর রহিম
১০। লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ হোসেন
১১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ ফয়েজ আহমেদ
১২। মেজর আলমগীর মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন
১৩। কর্পোরাল মোঃ আব্দুল আজিজ
১৪। ল্যান্স কর্পোরাল বেলাল হোসেন
১৫। প্রাইভেট মোঃ দেলওয়ার হোসেন
১৬। কর্পোরাল মোঃ জাফর উলাহ
১৭। কর্পোরাল মোঃ আব্দুল মান্নাফ
১৮। ক্যাপ্টেন মোঃ কামরুজ্জামান
১৯। কর্পোরাল মোঃ মিজানুর রহমান
২০। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন
২১। প্রাইভেট মোঃ আমিনুর ইসলাম
২২। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নুরুল ইসলাম
২৩। মেজর মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিএসসি
২৪। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ লুৎফর রহমান
২৫। লেঃ কর্ণেল সায়েদ শামসুল আরেফিন
২৬। মেজর মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া, জিএল
২৭। মেজর মির্জা মোঃ আব্দুল বাতেন
২৮। মেজর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
২৯। মেজর মোশাররফ হোসেন, পিএসসি
৩০। ক্যাপ্টেন আরিফুর রহমান তালুকদার, জি+
৩১। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
৩২। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
৩৩। ক্যাপ্টেন মোঃ আলাউদ্দিন সরদার
৩৪। ক্যাপ্টেন মোঃ রকিবুল হাসান
৩৫। ক্যাপ্টেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম
৩৬। ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল মাবুদ
৩৭। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম
৩৮। মেজর এম রওনক আকতার
৩৯। মেজর ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
৪০। সার্জেন্ট মোঃ আব্দুল মালেক গাজী
৪১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুল কাদের সিদ্দিকী
৪২। কর্পোরাল মোঃ জাহিদুল ইসলাম
৪৩। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার ফরিদ উদ্দিন
৪৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জামাল উদ্দিন
৪৫। মেজর মোহাম্মদ শাহজাহান, পিএসসি
৪৬। প্রাইভেট মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
৪৭। কর্পোরাল মাহমুদুন নবী
৪৮। কর্পোরাল মোঃ শহিদুল ইসলাম
৪৯। কর্পোরাল মোঃ ওয়াহেদুর রহমান খান
৫০। প্রাইভেট মোঃ মিল্টন মিয়া
৫১। কর্পোরাল (সিএলকে) মোঃ জয়নাল আবেদীন
৫২। ক্যাপ্টেন মোঃ শহিদ আশরাফ খান
৫৩। ওয়ারেন্ট অফিসার সোহরাব হোসেন তালুকদার
৫৪। সার্জেন্ট মোঃ সেরাজুল হক
৫৫। কর্পোরাল মোঃ আতাউর রহমান সরকার
৫৬। প্রাইভেট মোঃ জহিরুল ইসলাম
৫৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুস সালাম
৫৮। প্রাইভেট মোঃ আব্দুস সালাম
৫৯। প্রাইভেট মোঃ বেলাল হোসেন
৬০। প্রাইভেট নূর মোহাম্মদ
৬১। প্রাইভেট মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন
৬২। সার্জেন্ট মোঃ আলমগীর খান
৬৩। এনসি (ই) আব্দুল মোমিন সরকার
৬৪। প্রাইভেট মোঃ আমির হোসেন
৬৫। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ ফারুক মিয়া
৬৬। ল্যান্স কর্পোরাল এস এম মিরাজ আহমেদ
৬৭। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুস সাত্তার
৬৮। সৈনিক মোঃ মিজানুর রহমান
৬৯। সৈনিক আব্দুল হালিম
৭০। সৈনিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান
৭১। সৈনিক মোহাম্মদ শহিদ মিয়া
৭২। সৈনিক মোঃ সাহাব উদ্দিন
৭৩। ক্যাপ্টেন মোঃ রাজিবুল কবির
৭৪। প্রাইভেট নূর আলম তালুকদার
৭৫। প্রাইভেট মোঃ খুরশেদ আলম
৭৬। ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান
৭৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুল খালেক
৭৮। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৭৯। প্রাইভেট মোঃ নূরমিন নূরুলাহ
৮০। প্রাইভেট মোঃ দিদারুজ্জামান
৮১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মাহবুবুর রহমান
৮২। মেজর মোহাম্মদ মশিউর রহমান
৮৩। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আবুল কাশেম
৮৪। কর্পোরাল মোঃ মাহমুদুল হাসান
৮৫। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুল খালেক
৮৬। এনসি (ই) মোঃ মোজাফ্ফর রহমান
৮৭। আরটি মোঃ ইমদাদুল হক
৮৮। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ইফতেখার আলম
৮৯। মেজর কে এম জিয়াউল হক
৯০। কর্পোরাল মোঃ ইউনুস মিয়া
৯১। আরটি মোঃ আব্দুস সালাম
৯২। কর্পোরাল মোঃ রফিকুল ইসলাম
৯৩। সৈনিক মোঃ সানোয়ার হোসেন
৯৪। লেঃ কর্ণেল মোঃ তৌহিদ-উল-মুলক্, এফসিপিএস
৯৫। সৈনিক মোঃ আমির হোসেন
৯৬। সৈনিক মোঃ আব্দুল মতিন
৯৭। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
৯৮। সার্জেন্ট মোঃ লাবু ইসলাম
৯৯। সার্জেন্ট মোঃ মিরাজুল ইসলাম
১০০। সার্জেন্ট মোঃ শহিদুল ইসলাম
১০১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ নজরুল ইসলাম
১০২। সৈনিক শ্রী নিলকান্ত হাজং
১০৩। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মজিবুর রহমান
১০৪। সৈনিক মোঃ আবুল বাশার
১০৫। সৈনিক মোঃ আব্দুর রহিম
১০৬। সার্জেন্ট মোঃ আলতাব হোসেন
১০৭। ল্যান্স কর্পোরাল জাকিরুল আলম সরকার
১০৮। সৈনিক মোঃ মনোয়ার হোসেন
১০৯। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আবুল কালাম
১১০। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আকতার হোসেন
১১১। সৈনিক মোঃ রায়হান
১১২। সৈনিক মোঃ জামাল উদ্দিন
১১৩। সৈনিক রাশেদুজ্জামান
১১৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মিজানুর রহমান
১১৫। সৈনিক মোঃ মঞ্জুর আলী
১১৬। সৈনিক আরজান হাওলাদার
১১৭। সৈনিক মোঃ রিপুল মিয়া
১১৮। সৈনিক আতিকুল ইসলাম
১১৯। ইলেক্ট্রিশিয়ান মোঃ লিটন মিয়া
১২০। সিভিল নুরুল আমিন
১২১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ সাইফুল ইসলাম
১২২। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুলাহ আল মামুন
১২৩। সার্জেন্ট মোঃ ইব্রাহিম
১২৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ রবিউল মোলাহ
১২৫। লেঃ কর্ণেল এ কে এম মাহমুদুল ইসলাম
১২৬। ল্যান্স কর্পোরাল কফিল মজুমদার
১২৭। সৈনিক মোঃ জসিম উদ্দিন
১২৮। সৈনিক মোঃ শরীফ হোসেন
১২৯। সৈনিক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১৩০। সার্জেন্ট মোঃ মঞ্জুর রহমান
১৩১। সার্জেন্ট মোঃ মামুনুর রশিদ

নৌবাহিনী

১। মোঃ নূরুল ইসলাম, এলএস(সিডি)
২। এম জাহাঙ্গীর আলম, এলএস
৩। আনোয়ারুল ইসলাম খান, লিডিংম্যান
৪। ইঃ লেঃ কমান্ডার এম আশরাফ সিদ্দিকী, বিএন

বিমান বাহিনী

১। সিভিল এ কে এম শামসুল আলম
২। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজমল হোসেন
৩। ফ্লাইট লেঃ এ কে এম নাজমুল হুদা
৪। উইং কমান্ডার মোঃ আব্দুল হারিছ
৫। সিভিল জানে আলম
৬। সার্জেন্ট মোঃ জিয়াউর রহমান
৭। সার্জেন্ট মোঃ মোবারক হুসাইন
৮। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ সাইফুল ইমাম ভূঁইয়া
৯। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল হালিম

বাংলাদেশ পুলিশ

১। হেড কনস্টেবল আবুল বাশার আকন্দ
২। সাব-ইনস্পেক্টর মির শহিদুল আলম
৩। ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলী
৪। সার্জেন্ট মঞ্জুর হোসেন
৫। ইন্সপেক্টর মোঃ মনিরুল ইসলাম সরকার
৬। হেড কনস্টেবল মোঃ শওকত আলী
৭। এ্যাসিসটেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর মোঃ রফিকুল ইসলাম
৮। কনস্টেবল মোঃ শহিদুল আলম
৯। কনস্টেবল মোঃ নাসির উদ্দিন
১০। এসপি মোঃ আব্দুল মালেক দর্জি
১১। সিনিয়র এএসপি মোঃ সায়েদুর রহমান
১২। কনস্টেবল মোঃ আব্দুল হাকিম মিয়া
১৩। কনস্টেবল মোঃ আজগর আলী
১৪। সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ শাহ আলম
১৫। এ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আজিজুর রহমান পাটোয়ারী
১৬। সাব-ইন্সপেক্টর মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন
১৭। সাব-ইন্সপেক্টর মঈনুল আহসান খান
১৮। কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম
১৯। কনস্টেবল মোঃ সামিদুল ইসলাম
২০। কনস্টেবল মোতাহার হোসেন
২১। কনস্টেবল মোঃ ওমর ফারুক
২২। এডিশনাল আইজি রওশন আরা বেগম
২৩। কনস্টেবল মোঃ মনিরুজ্জামান
২৪। কনস্টেবল মানসুরা আক্তার সুমা

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন

বাংলাদেশের শহিদ শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৮৮ সাল থেকে

নিহত		
সেনাবাহিনী	-	১৩১
নৌবাহিনী	-	০৪
বিমান বাহিনী	-	০৯
পুলিশ	-	২৪
	সর্বমোট	১৬৮

আহত		
সেনাবাহিনী	-	২৪১
নৌবাহিনী	-	০৯
বিমান বাহিনী	-	০৭
পুলিশ	-	১৫
	সর্বমোট	২৭২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষী দলের দক্ষিণ সুদানের কিয়াঙ্গো এলাকায় Short Duration Patrol (SDP) পরিচালনা

UNIFIL (লেবানন) এর অধীনে ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজের সাথে ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী জাহাজের যৌথ মহড়া

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমান কর্তৃক ডি আর কঙ্গোর MONUSCO মিশনে শান্তিরক্ষী সদস্যদের রোটেশন কার্যক্রম পরিচালনা

ডি আর কঙ্গোর কিনশাসায় বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের QRF এর দায়িত্ব পালন